



338860 - যবে ব্যক্ৰ্তি পশ্চিমি দকি সফর শুরু করছে তার নামায ও ইফতাররে সময় সবে যবে দেশে থেকে বরেয়িছে সবে দেশে থেকে বলিম্ব হয়ে যাচ্ছে

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্ৰ্তি নাইজেরিয়া থেকে কুরিয়ার উদ্দেশ্যে সফর করছে। নাইজেরিয়াতে সবে রোযা ছিল এই আশায় যবে, সবে কুরিয়াতে গিয়ে ইফতার করবে। পথমিধ্যযে সবে যোহর ও আসররে নামায বমিনরে ভেতরে মুসলমি যাত্রীদরে সাথে আদায় করছে। সবে আশা করছিলি মাগরবিরে নামায কুরিয়াতে পড়বে এবং সখোনই ইফতার করবে। কনিতু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সবে যবে লোকদরে সাথে সাক্ষাত করল তারা যোহররে নামাযরে জন্য আযান দচ্ছিলি। সবে মসজদিরে দয়োল ঘড়তি দেখেল তখন বেলো ১টা বজে ৩০ মনিটি। সূর্য তখনও মাথার উপরে। সবে পরেশোন হয়ে নাইজেরিয়াতে তার স্ত্রীকে ফোন করল। তার স্ত্রী জানাল যবে নাইজেরিয়াতে তারা ইফতার খয়ে, তারা বীর নামায পড়ে ঘুমতে যাচ্ছে। নাইজেরিয়াতে তখন রাত নয়টা বাজে। এমতাবস্থায় সবে ককি কুরিয়ার স্থানীয় সময়রে সাথে মলিয়ে রোযা চালিয়ে যাবে? অনুরূপভাবে তাদরে সাথে যোহররে নামায পড়বে? নাকি মাগরবিরে নামায পড়বে? নাকি নাইজেরিয়া থেকে তার স্ত্রীর সংবাদবাদরে ভিত্তিতে ইফতার করবে?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যবে ব্যক্ৰ্তি ওয়াক্ত প্রবশে করার পর নামায আদায় করে নয়িছে। এরপর তার গন্তব্যে পৌঁছার পর সখোনে ঐ ওয়াক্ত প্রবশে করুক বা না করুক; যবে নামাযটি সবে একবার পড়ছে সবে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যক নয়। কনেনা একদিনে এক নামায দুইবার পড়তে হয় না। তাই যখন সহহিভাবে নামাযটি আদায় হয়ছে তখন পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়। তবে রোযাদার সূর্য ডোবার আগে রোযা ভাঙবে না; পশ্চিমি দকি গমন করার কারণে সূর্য ডোবা যত বলিম্ব হোক না কনে। সবে ব্যক্ৰ্তি যবে দেশে থেকে সফর শুরু করছেনে সেই দেশে সূর্য ডুবাটা ধর্তব্য নয়; যদি সেই দেশে থেকে বরে হওয়ার আগে সখোনে সবে সূর্যাস্ত না পয়ে থাকে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যবে ব্যক্ৰ্তি পশ্চিমি দকি সফর করছে এবং তার গন্তব্যে যোহররে ওয়াক্তে পৌঁছছে, কনিতু পথমিধ্যযে সবে যোহররে নামায পড়ে ফলে তাহলে যোহররে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যকীয় নয়। কনেনা এক নামায দুইবার পড়া যায় না। উল্লেখ্য,



পশ্চিম দিকে গমন করার মাধ্যমে নামাযেরে ওয়াক্ত প্রবশেরে সময় বলিম্বতি হবে।

অনুরূপভাবে সে ব্যক্তি যদি আসরেরে নামাযও পড়ে থাকলে তাহলে পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যকীয় নয়; চাই সে ব্যক্তি যোহরেরে সময় পৌঁছাক কিংবা আসরেরে সময় পৌঁছাক।

আরও জানতে দেখুন: 22387 নং প্রশ্নোত্তর।

কিন্তু কটে যদি মসজিদে উপস্থিতি থাকলে এবং নামাযেরে ইকামত দয়া হয় তাহলে তিনি জামাতেরে সাথে পুনরায় নামায পড়বেন। এই নামায তার জন্ম নফল হিসেবে গণ্য হবে। যহেতে ইমাম তরিমযি (২১৯) ও ইমাম নাসাঈ (৮৫৮) ইয়াজদি ইবনুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাথে হজ্জ করছি। আমি মাসজিদুল খাইফে তাঁর সাথে ফজরেরে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি একটু কোনোকুনিয়ে বসলেন। এর মধ্যে তিনি লোকদেরে পছনে দুইজন লোককে দেখতে পেলেন যে দুইজন তাঁর সাথে নামায পড়েনি। তখন তিনি বললেন: এই দুইজনকে নিয়ে আস। তাদের দুইজনকে আনা হল। তাদের বুক ধুরুধুরু কাঁপছিল। তিনি বললেন: আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদেরকে কসি বাধা দলি? তারা দুইজন বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের আস্তানাতে নামায পড়ছি। তিনি বললেন: এমন কাজ আর করো না। যদি তোমরা তোমাদের আস্তানাতে নামায পড়তে থাক এরপর কোন জামে মসজিদে আস তখন তোমরা তাদের সাথে নামায পড়বে। এই নামায তোমাদের জন্ম নফল হিসেবে গণ্য হবে।”[আলবানী হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

দুই:

কিন্তু রোযার ক্ষতেরে সে যে স্থানে রয়েছে সে স্থানেরে সূর্য ডোবা ছাড়া রোযা ভাঙা বধৈ নয়। যদি কটে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেখে যে, তখনও সূর্য ডুবেনি তাহলে তার জন্ম সূর্য ডোবার পূর্বে ইফতার করা বধৈ হবে না; এমনকি যদি সময় দীর্ঘ হয়ে যায় তবুও। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূরণ কর।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন এ দিক থেকে রাত আগমন করবে এবং এ দিক থেকে দনি প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।”[সহি বুখারী (১৯৫৪) ও সহি মুসলিম (১১০০)]

এই আলোচনার ভিত্তিতে: এই মুসাফরি যখন কুরিয়া পৌঁছছেন তখন সখোনরে মানুষ যোহরেরে ওয়াক্তে ছিল। এই ব্যক্তি যদি তার রোযাটি পূরণ করতে চান তাহলে তাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নাইজেরিয়াতে সূর্য ডোবাটা ধর্তব্য নয়।

আর যদি তিনি মুসাফরি হওয়ার কারণে ছাড় গ্রহণ করে রোযা ভেঙে ফলে তাহলে তিনি তা করতে পারেন। বিশেষতঃ হঠাৎ করে দনিটি যদি এত বেশী দীর্ঘ হয়ে যায় এবং তার জন্ম নতুন স্থানে রাত পর্যন্ত রোযাটি পূরণ করা কষ্টকর হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি রমযানের পর এ দনিটির রোযা কাযা পালন করবেন।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:



“এক ছাত্র আমেরিকার কোন এক শহরে অধ্যয়নরত। সে তার ঘটনা বলল যে, একবার সে যে শহরে থেকে পড়ে সে শহর থেকে ভ্রমণ করতে বাধ্য হল। সে ফজরের সময় রোযা ধরছে। যে শহরের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করছে ঐ শহরে পৌঁছেছে সন্ধ্যার সময় অনুযায়ী মাগরবিরে পর। কিন্তু সে দেখতে পলে এর মধ্যে ১৮ ঘন্টা অতবাহতি হয়ে গেছে কিন্তু তার রোযা শেষ হয়নি। অথচ সাধারণত সে ১৪ ঘন্টা রোযা রাখত। এমতাবস্থায় সে কিতরিকিত ৪ ঘন্টা রোযা চালিয়ে যাবে? নাকি সে যে শহরে থাকে সে শহরে সময় অনুযায়ী ইফতার করে ফলেবে? সেই শহর থেকে ফরোর সময় বিপীরীতটা ঘটল। তখন দিনের সময় ১৪ ঘন্টা কমে ৩ ঘন্টা হয়ে গলে।

এর জবাবে শাইখ বলনে: সে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযা চালিয়ে যাবে। কনেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন এ দিক থেকে রাত আগমন করবে; তিনি পূর্বদিকে ইশারা করনে এবং এ দিক থেকে দিনি প্রস্থান করবে; তিনি পশ্চিম দিকে ইশারা করনে এবং সূর্য ডুবে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।”

অতএব সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সে ছাত্রকে তার রোযার উপর থাকতে হবে; এমনকি যদি চার ঘন্টা বড়ে যায় তবুও।

সৌদি আরবে এর সম ধরণের উদাহরণ হচ্ছে: কটে যদি পূর্ব প্রদেশে সেরৌ খাওয়ার পর পশ্চিম প্রদেশে উদ্দেশ্যে সফর করে তখন দূরত্ব অনুপাতে তার সময় বড়ে যাবে।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৯/৩২২)]

ড. আব্দুল্লাহ আস-সাকাকরি ‘নাওয়াযলিস সিয়াম’ গ্রন্থে বলনে: “দ্বিতীয় মাসালা: কোন মুসাফরি তার দেশে সূর্য ডুবুর কছুক্ষণ পূর্বে যদি পশ্চিম দিকে সফর করে তাহলে তার সূর্য ডোবা বলিম্বতি হবে। উদাহরণতঃ তার দেশে যদি সিন্ধ্যা ৬টায় সূর্য অস্ত যায় আর সে ৬টা বাজার ১০ মিনিটি আগে মরক্কোর উদ্দেশ্যে বমানে চড়ে সে এই পথে যত অগ্রসর হতে থাকবে তার দিনি তত বড় হতে থাকবে। কনেনা মরক্কোতে সূর্য ৮টার আগে অস্ত যাবে না। এভাবে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা সূর্যকে উদীয়মান অবস্থায় সে পাবে। এমন ব্যক্তিকে আমরা কী বলব?

আমরা বলব: সূর্য না ডুবা পর্যন্ত ইফতার করবে না। এমনকি এতে করে যদি সময় দুই ঘন্টা, চার ঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা বা তার চয়ে বশে বড়ে যায় তবুও। তবে তার এই এখতয়ার থাকবে যে, সে মুসাফরিরে বধিবিধান গ্রহণ করে এবং ছাড় নিয়ে রোযা ভেঙে ফলেবে। আর রোযা পূর্ণ করতে চাইলে তাকে অতিরিক্ত সময়টুকুও (রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে) বরিত থাকতে হবে। কনেনা কুরআনে কারীম রোযা ভঙ্গার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। “অতপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর”।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি রাত এ দিক থেকে আগমন করে এবং এ দিক থেকে প্রস্থান করে এবং সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদার ইফতার করবে।”

আর যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য অস্ত যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই লোকেরে দিনি শেষ হবে না। অতএব, সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বরিত থাকা তার উপর ওয়াজবি কথিবা সে সফরের ছাড় গ্রহণ করে রোযা ভেঙে ফলেতে পারে এবং এই দিনেরে বদলে অন্য একদিন রোযাটি রাখতে পারে”।[<https://bit.ly/2Zq4574> থেকে সম্পত]



সারকথা:

১। যবে ব্যক্তি ওয়াক্ত প্রবশে করার পর নামায আদায় করে নযিছে। পরবর্তীতে তার গন্তব্যে পৌঁছার পর সখোনে এই ওয়াক্ত প্রবশে করুক বা না করুক; যবে নামাযটি সবে একবার পড়ছে সবে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যক নয়। কনেনা একদিনে এক নামায দুইবার পড়তে হয় না। তাই যখন সহহিভাবে নামাযটি আদায় হয়ছে তখন পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়।

২। রযোদার সূর্য ডযোবর আগে রযোযা ভাঙগবে না; পশ্চমি দকিগে গমন করার কারণে সূর্য ডযোবা যত বলিম্ব হকো না কনে। সবে ব্যক্তি যবে দেশে থেকে সফর শুরু করছেনে সেই দেশে সূর্য ডযোবাটা ধর্তব্য নয়; যদি সেই দেশে থেকে ববে হওয়ার আগে সখোনে সূর্যাস্ত না ঘটবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।